

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা

জীবনানন্দ দাশ

প্রকাশ কালঃ ১৯৫৪

Published by

porua.org

কবিতা কি এ-জিজ্ঞাসার কোনো আবছা উত্তর দেওয়ার আগে এটুকু অন্তত স্পষ্টভাবে বলতে পারা যায় যে কবিতা অনেক রকম। হোমরও কবিতা লিখেছিলেন, মালার্মে য়াঁবো ও রিলকেও। শেকস্পীয়র বদলেয়ুর রবীন্দ্রনাথ ও এলিয়টও কবিতা রচনা করে গেছেন। কেউ-কেউ কবিকে সবের ওপরে সংস্কারকের ভূমিকায় দ্যাখেন; কারো-কারো কোঁক একান্তই রসের দিকে। কবিতা রসেরই ব্যাপার, কিন্তু এক ধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস—শুদ্ধ কল্পনা বা একান্ত বুদ্ধির রস নয়।

বিভিন্ন অভিজ্ঞ পাঠকের বিচার ও রুচির সঙ্গে যুক্ত থাকা দরকার কবির; কবিতার সম্পর্কে পাঠক ও সমালোচকেরা কি ভাবে দায়িত্ব সম্পন্ন করছেন—এবং কি ভাবে তা' করা উচিত সেই সব চেতনার ওপর কবির ভবিষ্যৎ কাব্য, আমার মনে হয়, আরো স্পষ্টভাবে দাঁড়বার সুযোগ পেতে পারে। কাব্য চেনবার আশ্বাদ করবার ও বিচার করবার নানারকম স্বভাব ও পদ্ধতির বিচিত্র সত্যমিথ্যার পথে আধুনিক কাব্যের আধুনিক সমালোচককে প্রায়ই চলতে দেখা যায়, কিন্তু সেই কাব্যের মোটামুটি সত্যও অনেক সময়ই তাঁকে এড়িয়ে যায়।

আমার কবিতাকে বা এ-কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে; কেউ বলেছেন, এ-কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইঁ

ইতিহাস ও সমাজ -চেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার; কারো মীমাংসায় এ-কাব্য একান্তই প্রতীকী; সম্পূর্ণ অবচেতনার; সুররিয়ালিস্ট। আরো নানা-রকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য—কোনো-কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো-কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়। কিন্তু কবিতাসৃষ্টি ও কাব্যপাঠ দুই-ই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-মনের ব্যাপার; কাজেই পাঠক ও সমালোচকদের উপলব্ধি ও মীমাংসায় এত তারতম্য। একটা সীমারেখা আছে এ-তারতম্যের; সেটা ছাড়িয়ে গেলে বড়ো সমালোচককে অবহিত হ'তে হয়।

নানা দেশে অনেক দিন থেকেই কাব্যের সংগ্ৰহ বেরুচ্ছে। বাংলায় কবিতার সংগ্ৰহ খুবই কম। নানা শতকের অক্সফোর্ড বুক অব ভার্সের সংকলকদের মধ্যে বড়ো কবি প্রায়ই কেউ নেই; কিন্তু সংকলনগুলো ভালো হয়েছে; ঢের পুরোনো কাব্যের বাছবিচারে বেশি সার্থকতা বেশি সহজ, নতুন কবি ও কবিতার খাঁটি বিচার বেশি কঠিন। অনেক কবির সমাবেশে একটি সংগ্রহ; একজন কবির প্রায় সমস্ত উল্লেখ্য কবিতা নিয়ে আর-এক জাতীয় সংকলন; পশ্চিমে এ-ধরনের অনেক বই আছে; তাদের ভেতর কয়েকটি তাৎপর্য—এমন কি মাহাভ্যে প্রায় অক্ষুণ্ণ। আমাদের দেশে দু-একজন পূর্বজ (উনিশ-বিশ শতকের) কবির নির্বাচিত কাব্যংশ প্রকাশিত হয়েছিলো; কতো দূর সফল হয়েছে এখনও ঠিক বলতে পারছি না। ভালো কবিতা যাচাই করবার বিশেষ শক্তি সংকলকের থাকলেও আদি নির্বাচন অনেক সময়ই কবির মৃত্যুর পরে খাঁটি সংকলনে গিয়ে দাঁড়বার স্থযোগ পায়। কিন্তু কোনো-কোনো সংকলনে প্রথম থেকেই যথেষ্ট নির্ভুল চেতনার প্রয়োগ দেখা যায়। পাঠকদের সঙ্গে বিশেষভাবে যোগ-স্থাপনের দিক দিয়ে এ-ধরনের প্রাথমিক সংকলনের মূল্য আমাদের দেশেও লেখক পাঠক ও প্রকাশকদের কাছে ক্রমেই বেশি স্বীকৃত হচ্ছে হয়তো। যিনি কবিতা লেখা ছেড়ে দেননি তাঁর কবিতার এ-রকম সংগ্রহ থেকে পাঠক ও সমালোচক এ-কাব্যের যথেষ্ট সংগত পরিচয় পেতে পারেন; যদিও শেষ পরিচয় লাভ সমসাময়িকদের পক্ষে নানা কারণেই দুঃসাধ্য।

এই সংকলনের কবিতাগুলো স্বীয়ুক্ত বিরাম মুখোপাধ্যায় আমার পাঁচখানা কবিতার বই ও অন্যান্য প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনা থেকে সংগ্ৰহ করেছেন, তাঁর নির্বাচনে বিশেষ শুদ্ধতার পরিচয় পেয়েছি। বিন্যাসসাধনে মোটামুটিভাবে রচনার কালকৰ্ম অনুসরণ করা হয়েছে।

সূচীপত্র

ঝরা পালক

<u>নীলিমা</u>	১১
<u>পিরামিড</u>	১২
<u>সেদিন এ-ধরণীর</u>	১৪

ধূসর পাণ্ডুলিপি

<u>মৃত্যুর আগে</u>	১৭
<u>বোধ</u>	১৯
<u>নির্জন্ম স্বাক্ষর</u>	২৩
<u>অবসরের গান</u>	২৫
<u>ক্যাম্পে</u>	৩১
<u>মাঠের গল্প</u>	৩৪
<u>সহজ</u>	৩৯
<u>পাখিরা</u>	৪১
<u>শকুন</u>	৪৩
<u>স্বপ্নের হাতে</u>	৪৪

বনলতা সেন

<u>ধান কাটা হ'য়ে গেছে</u>	৪৬
<u>পথ হাটা</u>	৪৭
<u>বনলতা সেন</u>	৪৮
<u>আমাকে তুমি</u>	৪৯
<u>তুমি</u>	৫০
<u>অন্ধকার</u>	৫১
<u>সুরঞ্জনা</u>	৫৩
<u>সবিতা</u>	৫৪
<u>সচেতনতা</u>	৫৫

* <u>আবহমান</u>	৫৬
* <u>ভিথিরী</u>	৬০
* <u>তোমাকে</u>	৬১

মহাপৃথিবী

হাজার বছর শুধু খেলা করে ৬২

শব ৬২

হায় চিল ৬৩

সিঁকু সারস ৬৩

কুড়ি বছর পরে ৬৫

ঘাস ৬৬

হাওয়ার রাত ৬৭

রুনো হাঁস ৬৯

শঙ্খমালা ৬৯

বিড়াল ৭০

শিকার ৭১

নগ্ন নির্জাত হাত ৭২

আট বছর আগের একদিন ৭৪

* মনোকণিকা ৭৭

* সুবিনয় মুস্তফী ৮০

* অনুপম ত্রিবেদী ৮০

সাতটি তারার তিমির

আকাশলীনা ৮২

ঘোড়া ৮৩

সমারুঢ় ৮৩

নিরঙ্কুশ ৮৪

গোধূলি সন্ধির নৃত্য ৮৫

একটি কবিতা ৮৬

নাবিক ৮৮

খেতে প্রান্তরে ৮৯

রাত্রি ৯১

লঘু মুহূর্ত ৯২

নাবিকী ৯৪

উত্তরপ্রবেশ ৯৬

<u>সৃষ্টির তীরে</u>	৯৮
<u>তিমির হননের গান</u>	১০০
<u>জুহু</u>	১০১
<u>সময়ের কাছে</u>	১০২
<u>জনাড়িকে</u>	১০৫
<u>সূর্যতামসী</u>	১০৭
<u>বিভিন্ন কোরাস</u>	১০৮

* <u>তবু</u>	১১২
* <u>পৃথিবীতে</u>	১১৪
* <u>এই সব দিনরাত্রি</u>	১১৫
* <u>লোকেন বোসের জর্নাল</u>	১১৯
* <u>১৯৪৬-৪৭</u>	১২১
* <u>মানুষের মৃত্যু হ'লে</u>	১২৬
* * <u>অনন্দা</u>	১২৯
* <u>আছে</u>	১৩২
* <u>যাত্রী</u>	১৩৩
* * <u>স্থান থেকে</u>	১৩৪
* * <u>দিনরাত</u>	১৩৫
* * <u>পৃথিবীতে এই</u>	১৩৫

* চিহ্নিত কবিতাগুলি ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। * * চিহ্নিত কবিতাগুলি ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে কিংবা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়নি।

নীলিমা

রৌদ্র-ঝিলমিল
উষার আকাশ, মধ্যনিশীথের নীল,
অপার ঐশ্বর্যবেশে দেখা তুমি দাও বারে-বারে
নিঃসহায় নগরীর কারাগার-প্রাচীরের পারে।
উদেলিছে হেথা গাঢ় ধূম্রের কুণ্ডলী,
উগ্র চুল্লীবহি হেথা অনিবার উঠিতেছে জুলি',
আরক্ত কঙ্করগুলো মরুভূর তপ্তশ্বাস মাখা,
মরীচিকা-ঢাকা।
অগণন যাত্রিকের প্রাণ
খুঁজে মরে অনিবার, পায়নাকো পথের সন্ধান;
চরণে জড়ায়ে গেছে শাসনের কঠিন শৃঙ্খল;
হে নীলিমা নিষ্পলক, লক্ষ বিধি-বিধানের এই কারাতল
তোমার ও-মায়াদণ্ডে ভেঙেছো মায়াবী!
জনতার কোলাহলে একা ব'সে ভাবি
কোন্ দূর জাদুপুর-রহস্যের ইন্দ্রজাল মাখি
বাস্তবের রক্ততটে আসিলে একাকী;
স্ফটিক আলোকে তব বিথারিয়া নীলাস্বরখানা
মৌন স্বপ্ন-ময়ূরের ডানা!
চোখে মোর মুছে যায় ব্যাধবিদ্ধা ধরণীর রুধিরলিপিকা,
জু'লে ওঠে অগ্নহার আকাশের গৌরী দীপশিখা!
বসুধার অশ্রুপাংশু আতপ্ত সৈকত,
ছিন্নবাস, নগ্নশির ভিক্ষুদল, নিষ্করণ এই রাজপথ,
লক্ষ কোটি মুমূর্ষুর এই কারাগার,
এই ধূলি—ধূম্রগর্ভ বিস্তৃত আঁধার
ডুবে যায় নীলিমায়—স্বপ্নায়ত মুগ্ধ আঁখিপাতে,
শঙ্খশুভ্র মেঘপুঞ্জ, শুক্লাকাশে নক্ষত্রের রাতে;
ভেঙে যায় কীটপ্রায় ধরণীর বিশীর্ণ নির্মোক
তোমার চকিত স্পর্শে, হে অতদূর কল্পলোক!

পিরামিড

বেলা ব'য়ে যায়,
গোধূলির মেঘ-সীমানায়
ধূস্রমৌন সাঁঝে
নিত্য নব দিবসের মৃত্যুঘণ্টা বাজে,
শতাব্দীর শবদেহে শ্মশানের ডগ্গবহি জ্বলে;
পাণ্ডু স্নান চিতার কবলে
একে-একে ডুবে যায় দেশ জাতি সংসার সমাজ;
কার লাগি, হে সমাধি, তুমি একা ব'সে আছো আজ—
কি এক বিক্ষুব্ধ প্রেতকায়ার মতন!
অতীতের শোভাযাত্রা কোথায় কখন
চকিতে মিলায়ে গেছে পাও নাই টের;
কোন দিবা অবসানে গৌরবের লক্ষ মুসাফের
দেউটি নিভায়ে গেছে—চ'লে গেছে দেউল ত্যজিয়া,
চ'লে গেছে প্রিয়তম—চ'লে গেছে প্রিয়া
যুগান্তের মণিময় গেহবাস ছাড়ি
চকিতে চলিয়া গেছে বাসনা-পসারী
কবে কোন বেলাশেষে হয়
দূর অস্ত্রশেখরের গায়।
তোমারে যায়নি তা'রা শেষ অভিনন্দনের অর্ঘ্য সমর্পিয়া;
সাঁঝের নীহারনীল সমুদ্র মথিয়া
মরমে পশেনি তব তাহাদের বিদায়ের বাণী,
তোরণে আসেনি তব লক্ষ-লক্ষ মরণ-সন্ধানী
অশ্রু-ছলছল চোখে পাণ্ডুর বদনে;
কৃষ্ণ যবনিকা কবে ফেলে তা'রা গেল দূর দ্বারে বাতায়নে
জানো নাই তুমি;
জানে না তো মিশরের মুক মরুভূমি
তাদের সন্ধান।
হে নির্বাক পিরামিড,—অতীতের স্তব্ধ প্রেতপ্রাণ,
অবিচল স্মৃতির মন্দির,
আকাশের পানে চেয়ে আজো তুমি ব'সে আছো স্থির;
নিষ্পলক যুগ্মভুরু তুলে
চেয়ে আছো অনাগত উদধির কূলে
মেঘরক্ত ময়ূখের পানে,
জুলিয়া যেতেছে নিত্য নিশি-অবসানে
নূতন ভাস্কর;

বেজে ওঠে অনাহত মেঘনের স্বর
নবোদিত অরুণের সনে—
কোন্ আশা-দুরাশার ক্ষণস্থায়ী অঙ্গুলি-তাড়নে!
পিরামিড-পাষাণের মর্ম ঘেরি নেচে যায় দু-দণ্ডের রুধিরফোয়ারা—
কী এক প্রগলভ উষ্ণ উল্লাসের সাড়া!
থেমে যায় পান্থবীণা মুহূর্তে কখন;
শতাব্দীর বিরহীর মন
নিটল নিখর
সত্তরি ফিরিয়া মরে গগনের রক্ত পীত সাগরের 'পর;
বালুকার স্ফীত পারাবারে
লোল মৃগতৃষ্ণিকার দ্বারে
মিশরের অপহৃত অন্তরের লাগি'
মৌন ভিক্ষা মাগি।
খুলে যাবে কবে রুদ্ধ মায়ার দুয়ার
মুখরিত প্রাণের সঞ্চার
ধ্বনিত হইবে কবে কলহীন নীলার বেলায়—
বিচ্ছেদের নিশি জেগে আজো তাই ব'সে আছে পিরামিড হয়।
কতো আগন্তুক কাল অতিথি সভ্যতা
তোমার দুয়ারে এসে ক'য়ে যায় অসম্বৃত অন্তরের কথা,
তুলে যায় উচ্ছৃঙ্খল রুদ্ধ কোলাহল,
তুমি রহো নিরুত্তর—নিবেদী—নিশ্চল
মৌন—অন্যমনা;
প্রিয়ার বক্ষের 'পরে বসি' একা নীরবে করিছো তুমি শবের সাধনা—
হে প্রেমিক—স্বতন্ত্র স্বরাট।
কবে সুপ্ত উৎসবের স্তব্ধ ভাঙা হাট
উঠিবে জাগিয়া,
সম্মিত নয়ন তুলি' কবে তব প্রিয়া
আঁকিবে চুস্বন তব শ্বেদকৃষ্ণ পাণ্ডু চূর্ণ ব্যথিত কপোলে,
মিশরঅলিন্দে কবে গরিমার দীপ যাবে জ্ব'লে,
ব'সে আছে অশ্রুহীন স্পন্দহীন তাই;
ওলটি-পালটি যুগ-যুগান্তের শ্মশানের ছাই
জাগিয়া রয়েছে তব প্রেত-আঁখি—প্রেমের প্রহরা।
মোদের জীবনে যবে জাগে পাতাঝরা
হেমন্তের বিদায়-কুহেলি—
অরুণ্ড অঁখি দুটি মেলি
গড়ি মোরা স্মৃতির শ্মশান
দু-দিনের তরে শুধু; নবোৎফুল্লা মাধবীর গান
মোদের ডুলায়ে নেয় বিচিত্র আকাশে

নিমেষে চকিতে;
অতীতের হিমগর্ভ কবরের পাশে
ভুলে যাই দুই ফোঁটা অশ্রু ঢেলে দিতে।
